দল্লিরি সঙ্গে সম্পর্ক এগয়িে নতিে সহায়ক পরবিশে চায় ঢাকা

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 11 August 2026, 10:10 AM | বভিাগ: জাতীয়



বাংলাদশে ও ভারতরে দ্বপিক্ষীয় সম্পর্ক এগয়িে নতিে প্রয়োজনীয় সহায়ক পরবিশে তরৈতিে ভারতকে তাগদি দয়িছেে বাংলাদশে। একই সঙ্গে ভারতে অবস্থানরত সাবকে প্রধানমন্ত্রী শখে হাসনিার প্রত্যর্পণ এবং শরফি ওসমান হাদি হত্যা মামলার সন্দহেভাজন আসামদিরে দ্রুত বাংলাদশেে ফরেত পাঠানোর আহ্বান জানয়িছেে ঢাকা।

সোমবার (১০ আগস্ট) সচবিালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারকে রহমানরে সঙ্গে ঢাকায় নযিুক্ত ভারতরে হাইকমশিনার দীনশে ত্রবিদেীর প্রথমবাররে মতো সাক্ষাতরে পর বাংলাদশেরে পক্ষ থকেে এসব বষিয় তুলে ধরা হয়। পরে ভারতরে হাইকমশিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দনি আহমদেরে সঙ্গওে সাক্ষাৎ করনে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতরে হাইকমশিনাররে বঠৈকে দুই দশেরে সম্পর্ক এগয়িে নতিে যসেব বষিয়

অস্বস্তি তৈরি করছে, সগেুলো দূর করার ওপর গুরুত্ব দওেয়া হয়। বঠৈকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খললিুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবষিয়ক উপদষ্টো হুমায়ুন কবরিসহ সংশ্লষ্টি কর্মকর্তারা উপস্থতি ছলিনে।

বঠৈকে মানবতাবরিোধী অপরাধে দণ্ডতি সাবকে প্রধানমন্ত্রী শখে হাসনিার প্রত্যর্পণ দ্রুত করার জন্য ভারতকে অনুরোধ করা হয়ছে বলে জানয়িছেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খললিুর রহমান।

তনিি বলনে, শখে হাসনিাকে প্রত্যর্পণরে পাশাপাশি ইনকলিাব মঞ্চরে আহ্বায়ক শরফি ওসমান হাদি হত্যা মামলার সন্দহেভাজন আসামদিরেও দ্রুত বাংলাদশে ফরেত পাঠানোর জন্য ভারতরে প্রতি আহ্বান জানানো হয়ছে।

হাদি হত্যা মামলার সন্দহেভাজন আসামরিা ভারতে অবস্থান করছনে উল্লখে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলনে, ভারত যসেব কাগজপত্র চয়েছে, বাংলাদশে সগেুলো সরবরাহ করছে। বষিয়টি বাংলাদশেরে জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর উল্লখে করে তনিি আসামদিরে দ্রুত প্রত্যর্পণরে আহ্বান জানান।

গত ৫ আগস্ট দল্লিতিে শখে হাসনিাকে সংবাদ সম্মলেনরে সুযোগ দওেয়ার বষিয়ওে বঠৈকে বাংলাদশেরে অসন্তোষরে কথা জানানো হয়ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলনে, এ বষিয়ে আগইে ভারতকে চঠিি দয়িে বাংলাদশেরে অবস্থান জানানো হয়ছেলি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বষিয়টি গুরুত্বরে সঙ্গে নয়িছে বলওে জানান তনিি।

খললিুর রহমান বলনে, বাংলাদশেরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি সব দশেরে শ্রদ্ধাশীল থাকা উচতি। ভবষি্যতে বাংলাদশেরে রাষ্ট্ররে কোনো স্তম্ভকে খাটো করার মতো কোনো ঘটনা আর ঘটবে না বলে তনিি আশা প্রকাশ করনে।

বঠৈকে সীমান্ত হত্যা ও পুশইন নয়িওে সংক্ষপ্তি আলোচনা হয়ছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এসব বষিয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে বস্তিারতি আলোচনার বষিয় নয় বলওে মন্তব্য করনে তনিি।

তনিি বলনে, দুই দশেরে সম্পর্ক স্বাভাবকি রাখতে অস্বস্তরি কারণগুলো দূর করা প্রয়োজন। সম্পর্ক এগয়িে নতিে যে সহায়ক পরবিশে দরকার, তা তরৈরি ওপর বাংলাদশে গুরুত্ব দয়িছে।

ভারত থকেে প্রধানমন্ত্রী তারকে রহমানকে দওেয়া সফররে আমন্ত্রণরে বষিয়ে এখনো কোনো সদ্ধিান্ত নয়েনি বাংলাদশে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলনে, ব্রকিস সম্মলেনে প্রধানমন্ত্রী তারকে রহমানকে বাংলাদশেরে প্রধানমন্ত্রী হসিবেে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি; বরং বমিসটকেরে চয়োরপারসন হসিবেে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ছে। এ পার্থক্যটি বোঝা প্রয়োজন বলওে মন্তব্য করনে তনিি।

ভারতরে প্রধানমন্ত্রী নরন্দ্রে মোদরি পক্ষ থকেওে আগে একটি আমন্ত্রণপত্র এসছে জানয়িে খললিুর রহমান বলনে, তবে প্রধানমন্ত্রীর দল্লিি সফর নয়িে এখনো কোনো সদ্ধিান্ত হয়নি।

অন্যদকিে বঠৈকরে পর ভারতরে হাইকমশিনার দীনশে ত্রবিদেী বলনে, দুই দশেরে মধ্যে যে কোনো সমস্যা সংলাপ ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

তনিি বলনে, দুই দশে একসঙ্গে বসলে এমন কোনো সমস্যা নইে, যার সমাধান করা যায় না। ভারত ও বাংলাদশে উভয়রে জন্য লাভজনক সমাধান খুঁজে বরে করাই লক্ষ্য হওয়া উচতি।

ভারতরে হাইকমশিনার বলনে, দুই প্রতবিশেী দশেরে মধ্যে মতপার্থক্য ও সমস্যা থাকা স্বাভাবকি। তবে এসব মতপার্থক্যকে কূটনীতি বা সম্পর্করে ব্যর্থতা হসিবেে দখো উচতি নয়। খোলামলো ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।

তনিি আরও বলনে, ভারত ও বাংলাদশেরে মধ্যে শুধু অভন্নি সীমান্ত নয়, দুই দশেরে মানুষরে মধ্যে আরও অনকে সম্পর্ক রয়ছে। দুই দশে স্বপ্নও ভাগ করে নয়ে বলে মন্তব্য করনে তনিি।

২০২৪ সালরে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকাররে পতনরে পর থকেইে ঢাকা-দল্লিি সম্পর্কে টানাপোড়নে তরৈি হয়। ভারত থকেে বাংলাদশেবরিোধী প্রচারণা, বাংলাদশেরে উপহাইকমশিনে হামলা, সীমান্তে হত্যা, পুশইন এবং দুই দশেরে রাজনীতকিদরে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে পরস্থিতিি আরও জটলি হয়।

অন্তর্বর্তী সরকাররে সময় দুই দশেরে ভসিা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতওে নানা ধরনরে সীমাবদ্ধতা তরৈি হয়। গত ডসিম্বরে শরফি ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডরে সন্দহেভাজন আসামদিরে ভারতে পালয়িে যাওয়ার অভযিোগরে পর সম্পর্করে টানাপোড়নে আরও বাড়ে।

বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ না হওয়া, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক দিল্লি সংবাদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

তবে দুই দেশের পক্ষ থেকেই সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।